আল কুরআন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অত:পর যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে। আর যার (নেকীর) পাল্লা হাল্কা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ্ (দোযখ)। আপনি জানেন, তা কি? তা হলো জ্বলন্ত আগুন

(সুরা কারিয়াহ ৬-১১ আয়াত)

হাদিস

তোমার আপন আচরণের ফলেই তুমি পাইবে পুরস্কার বা দণ্ড, যেন ইহাই তোমার জন্য নির্ধারিত হইয়া আছে।

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী' থেকে।]

Chief Editor: Barrister Ahmed A Malik

Editor: Sheikh Mozzammel Hossain

Assistant Editor: Muhammad Subhan

News Editor: M. K. Ali

Published by: SK Media (UK) Ltd
117 Whitechapel Road, London E1 1DT

Tel: 0870 3606607/020 7422 0006
Fax: 08717 143614
info@weeklybangladesh.com
www.weeklybangladesh.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
Weekly Bangladesh

সম্পাদকীয়

সংবিধান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রায়

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের ঘটনা এ মুহূর্তে খুব ইতিবাচক এজন্য যে, সরকারের পক্ষ থেকে ওই রায়ের আলোকে সংবিধান সংশোধনের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটিতে বিরোধী দলকে সদস্য দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রাথমিকভাবে সদস্য না দিলেও এর সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তারা। আমাদের আশা, সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার পক্ষ কেবল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে না। তা জন্ম দিতে পারে নতুন সাংবিধানিক বিতর্ক ও সংকটের। ক্ষমতাসীন দলও সে পথে এগোচ্ছে বলে মনে হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ একাই সংবিধানে সংশোধনী আনতে পারে। সে সুযোগ গ্রহণ না করে তারা পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে সংবিধানে সংশোধনী আনার পথে অগ্রসর হয়েছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য বিএনপিসহ বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়ার আগেই সংবিধান সংশোধনে উদ্যোগী হয়ে সরকার সঠিক কাজ করেনি। 'বিশেষ উদ্দেশ্যে' তারা তড়িঘড়ি করছেন বলেও অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে সংবিধান সংশোধন বিষয়ে নানামুখী বক্তব্য দেয়ার কারণে কিছু বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে বটে। তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত। বিশেষ কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে এখনও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা। সরকার যেহেতু সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকেই সংবিধানে সংশোধনী আনতে ইচ্ছুক, তাই তারাও হয়তো অপেক্ষায় ছিলেন পূর্ণাঙ্গ রায়ের। ছয় বিচারপতির স্বাক্ষর করা রায়ের বিশেষ কয়েকটি দিক সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেছেন এটর্নি জেনারেল। আপিল বিভাগ বলেছিলেন, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেয়া হাইকোর্টের রায়ের ওপর তাদের কিছু 'পর্যবেক্ষণ' রয়েছে। সে বিষয়ে অচিরেই বিস্তারিত জানা যাবে। পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে মূলত সংবিধান লংঘন করে অরাজনৈতিক তথা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল ও দেশ পরিচালনার বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিলেন আদালত। আপিল বিভাগকে দেখা গেল এ বিষয়ে আরও কঠোর অবস্থান নিতে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের তারা বিশ্বাসঘাতক বলে ভর্ৎসনা করেছেন এবং তাদের অপরাধ শাস্তিযোগ্য বলে মনে করেন তারা। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে বলে তারা মনে করেন। ওয়ান-ইলেভেনের ঘটনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিরোধী দলও এ প্রশ্নে সহায়তা জোগাবে বলে আশা। আপিল বিভাগ তার পর্যবেক্ষণমূলক রায়ে সংবিধানে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' বহাল রাখার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল কারণ দেখিয়েছেন তারা। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল বিএনপিসহ বিরোধী দলের জন্য হতাশাব্যঞ্জক হলেও জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে আদালতের অবস্থানে তারা স্বস্তিবোধ করবেন। আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর বিরোধী দলও তার অবস্থান সুস্পষ্ট করতে পারবে। রায়ের আলোকে সংবিধান সংশোধনের সরকারি কার্যক্রমও হবে সুস্পষ্ট ও সংহত। ১৯৭২ সালে গৃহীত মূল সংবিধানের চেতনা ও ধারায় প্রত্যাবর্তনের কথাও বলছে সরকার। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ও এসেছে সেই ধারায়। ১৮৪ পৃষ্ঠা সংবলিত আপিল বিভাগের রায় সংবিধানকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে সবার দায়দায়িত্ব সুস্পষ্ট করুক। বাস্তবায়ন কার্যক্রম হয়ে উঠুক জোরালো। এক্ষেত্রে আমরা আশা করব, আদালতের বিভিন্ন স্তরে– বিশেষত উচ্চ আদালতে রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি প্রকাশের একটি সময়সীমা যেন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

সংবাদ ভাষ্য

রাজপথ জনপদ

ফরীদ আহমদ রেজা

গণতন্ত্র, পরমতসহিষ্ণুতা এবং আইনের শাসন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে উদ্বেগ এবং উচ্ছাস দুটোই আমরা লক্ষ্য করছি। সরকারী দল আওয়ামী লীগের যারা সমর্থক তারা খুবই আনন্দের মধ্যে রয়েছেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকার চলছে এটাই তাদের দৃষ্টিতে সত্যিকার গণতন্ত্র। তাদের মতে সরকার যা করছে সব কিছুই দেশের মঙ্গলের জন্যে করছে। তারা দেশে গেলে মন্ত্রীদের সাক্ষাত পান, নেতানেত্রীর সাথে মত বিনিময় করেন। মন্ত্রীরা এখানে এলে মন্ত্রীদের নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ান। এটা তাদের কাছে খুব বড় একটা পাওনা। মনে হচ্ছে, তাদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগের সরকার এক ও অভিন্ন। নীতিগত ভাবে আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল এতে কোন সন্দেহ নেই। গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতা। বাংলাদেশের সরকারী দল আওয়ামী লীগ তাদের বর্তমান শাসনামলে ভিন্নমতকে সহ্য করার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। দলটির অতীত কর্মকান্ডেও পরমত সহিষ্ণুতার উজ্জল দৃষ্টান্ত তেমন নেই। স্বাধীনতা উত্তর কালে যারা জাসদ এবং ন্যাপের সক্রিয় রাজনীতি করেছেন তারা তা ভালো করেই জানেন। বিরোধী দলকে কথা বলতে না দেয়ার সংস্কৃতিকে আর যা-ই হোক গণতন্ত্র বলা যায় না। গণতন্ত্রকে সার্থক এবং অর্থবহ করার জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের কোন বিকল্প নেই। বিরোধী দলকে সংখ্যার বিচারে হিসাব না করে তাদের বিরোধী দল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বিরোধী দল গণতন্ত্রের অলঙ্কার। কিন্তু বাংলাদেশে এ সংস্কৃতি এখনো চালু হয়নি। ক্ষমতায় যারা যায় তারা বিরোধী দলকে ঠেঙ্গিয়ে বাহবা কুড়াতে চায়।

অপর দিকে নিরপেক্ষ প্রবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ বিরাজ করছে। বিরোধী দল, বিশেষ করে বিএনপি এবং জামাত সমর্থকরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ। তারা দেখছেন, বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী এবং সরকারের সমালোকদের উপর সরকারের পক্ষ থেকে বেপরোয়া দমননীতি চলছে। বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ কর্মসুচীতেও সরকারী দল পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেফতার, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন, গ্রেফতারের পর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ক্রসফায়ার, সরকারী ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রলীগ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রীদের প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় তারা ছাত্রলীগের সোনার ছেলেদের নিয়ে খুব বিব্রতকর অবস্থায় আছেন।

রাজনীতি সচেতন বাংলাদেশের জনগণ বর্তমান সরকারকে নিয়ে কি ভাবছে তা বিদেশে বসে বোঝা খুব সহজ নয়। তবে মনে হচ্ছে নতুন নতুন হাজারো সমস্যার চাপে পড়ে তারা দশটাকা সের দরে চাল, ঘরে ঘরে চাকরি, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস সমস্যা সমাধানের কথা একেবারে ভুলে গেছে। মনে হচ্ছে বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেল সরকারী দলের সমর্থক। সরকারের সমালোচনা পারতপক্ষে তারা করে না। কেন করে না তা তারাই ভাল বলতে পারে। হতে পারে, আমার দেশ পত্রিকা এবং এর সম্পাদককে সরকার যে ভাবে শায়েস্তা করেছে এর পর কোন পত্রিকা বা সম্পাদকের সত্যকথা বলার ক্ষমতা বাকি থাকেনি। বিলাতের বাংলা পত্রিকায় যে সকল খবর ছাপা হয় এর অধিকাংশই বাংলাদেশে প্রকাশিত খবরের কার্টিং। কোন সুত্র বা স্বীকৃতি ছাড়া এ রকম সংবাদ প্রকাশ করা কি ধরণের সাংবাদিকতা তা আমাদের বোধগম্য নয়। নীতি-নৈতিকতা ছাড়াও এখানে সংবাদকে বিশ্বাসযোগ্য করার প্রশ্ন রয়েছে। বিলাতের বাংলা পত্রিকাগুলো সব সময় বাংলাদেশের খবর কাট-পেইস্ট করে চলেছে এবং আমরা বিলাতের বাঙালি জনগোষ্ঠী তা-ই গোগ্রাসে গিলছি। তাই বাংলাদেশ বা বিলাতের পত্রিকা পড়ে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কতটুকু বজায় আছে তা জানার উপায় নেই।

বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য জেলের ভাত খাওয়া একটা স্বাভাবিক বিষয়। ইংরেজ খেদা আন্দোলন থেকে সে ধারা শুরু হয়েছে এবং স্বাধীনতার পরও তা অব্যাহত রয়েছে। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এটা খুবই লজ্জাজনক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রধান দু নেত্রী সহ অনেকেই জেলের ভাত খেয়েছেন। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বিরোধী মতালম্বীদের আটক করা চলছে। বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখেছি, ক্ষমতাসীন দলের কেউ কোথাও আক্রান্ত হলে বিরোধী দলের নেতাদের গণহারে গ্রেফতার শুরু হয়। কিন্তু বিরোধী দলের কেউ আক্রান্ত হলে এটাকে কোন গুরুত্ব দেয় হয় না। সরকারী দলের কেউ মামলা করতে গেলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করে। কিন্তু বিরোধী দলের মামলাও গ্রহণ করা হয় না। এটাকে আমরা আইনের শাসন বলতে পারি না। এর মাধ্যমে আদলতের প্রতি মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আদালত হচ্ছে সাধারণ মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। সংবিধান অনুযায়ী আদলতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার সকল নাগরিকের সমান ভাবে প্রাপ্য। দেশে এর ব্যত্যয় অব্যাহত ভাবে ঘটছে। সবাই বুঝতে পারছেন, সরকার আদালতকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করছে। কিন্তু আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হবার ভয়ে জনগণ আদালতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলছে না।

বাংলাদেশের সংবিধান এর প্রতিটি নাগরিককে রাজনৈতিক দল গঠন এবং সভা-সমাবেশ করার অধিকার প্রদান করেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যুদ্ধাপরাধ বিচার বা জঙ্গীবাদ দমনের নামে সরকার পাইকারী ভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করছে। তাদের কোন কর্মসুচী পালন করতে দিচ্ছে না। সরকার সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারকে এ ভাবে পদদলিত করছে।

আমরা টেলিভিশনে দেখেছি, বিরোধী দলীয় এমপি শহীদ উদ্দিন এ্যানিকে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ যৌথভাবে লাঠিপেটা করছে। পুলিশ এবং সরকারী দলের হাতে নির্যাতিত হবার পর তাকে পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের কর্মসুচী ভন্ডুল করে দেয়া পুলিশের কর্তব্যের পর্যায়ে বলে আমরা জানি না। হরতালের দিন মির্জা আব্বাসের বাড়িতে হামলার সচিত্র প্রতিবেদনও বিভিন্ন সংবাদপত্রে এসেছে। পুলিশ সেখানে যে ভাবে নারী-পুরুষকে নির্যাতন করেছে তা দেখে মনে হয়েছে, কেউ জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে পুলিশকে এ ভাবে লেলিয়ে দিয়েছে। কোথাও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হলে আইয়ূব খানের কায়দায় এর সাথে বিরোধী দলকে জড়ানোর চেষ্টা দেখা যায়। আমরা অতীতে দেখেছি, পুলিশকে এ ভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার পরিণতি শুভ হয়নি। পুলিশ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে পরিণতিতে তারা অসৎ পথে চলতে উৎসাহিত হয়। অনেক সাধারণ মানুষও পুলিশী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সরকারের বোঝা দরকার, পুলিশ বাহিনী কোন রাজনৈতিক দলের ক্যাডার নয়, তারা জনগণের সেবক। পুলিশে অনেক ভালো লোক যেমন আছে তেমনি অনেক খারাপ লোকও আছে। সরকার তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে পরবর্তীতে সরকারই পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এর কিছুটা আলামত এখনই দেখা যাচ্ছে।

রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ আসামীকে যে ভাবে নির্যাতন করছে তা কোন সভ্য সমাজে চলতে পারে না। বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার - সকল সময়ই পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতনের ইতিহাস রয়েছে। আওয়ামী লীগ উচ্চ আদলতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সংবিধান সংশোধনের কথা বলছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের বিরুদ্ধেও উচ্চ আদালতের রায় রয়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারে তারা কিছু বলছে না। পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করা মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। বাংলাদেশে যারা মানবাধিকারের নামে নাকি কান্না করেন তারাও এ ব্যাপারে রহস্যজনক নিরবতা পালন করছেন।

আইন-শৃঙ্খলাকারী পুলিশ অনেককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং পরে তা অস্বীকার করা হচ্ছে। সামরিক শাসনামলে এ রকম ঘটনা হয়েছে, কোন গণতান্ত্রিক দেশে তা চলতে পারে না। আওয়ামী লীগের বোঝা দরকার, ক্ষমতা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। যে রীতি তারা আজ চালু করছেন আগামীতে তারা বিরোধী দলে গেলে এ রীতি তাদের উপর প্রযোজ্য হবে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যে কোন দেশের গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটা সরকারের অতিরিক্ত খবরদারি নাকি দলবাজীর কারণে হচ্ছে তা বলা কঠিন। দুয়েকজন ব্যতিক্রমী কলামিস্ট ছাড়া সবাইকে মনে হয় আওয়ামী লীগ কিনে নিয়েছে। অনেক সময় মনে হয় সংবাদকর্মীরা যেন সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। সংবাদপত্র হচ্ছে জাতির বিবেক। দেখেশুনে মনে হয় সে বিবেক বাংলাদেশে বোবা হয়ে গেছে। একটি টিভি চ্যানেল এবং একটি পত্রিকা সরকার জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংবাদকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। অতীতে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সাংবাদিকরা যে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন তা বর্তমান বাংলাদেশে অনুপস্থিত। এটা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। কোন আসামী রিমান্ডের সময় যে জবানবন্দী দেয় তা প্রকাশ করা আইনতঃ নিষিদ্ধ। তদন্ত কর্মকর্তারা তা সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আমাদের মহা-সাংবাদিকরা তা আবার প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তুলে ধরছেন। রিমান্ডে থাকা অবস্থায় আসামী যে স্বীকারোক্তি দেয় তা আইনের দৃষ্টিতে কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না। আদালতে গিয়ে আসামী তা অস্বীকার করতে পারে। বাংলাদেশের পুলিশ সব সময় এ বেআইনি কাজ করে চলেছে এবং সংবাদকর্মীরা তাদের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলেই আইনের দৃষ্টিতে সে অপরাধী হয়ে যায় না। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর সকল আইনে আসামীকে নিরপরাধ বলা হয়। শেখ হাসিনা এবং বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করেছিল। এ জন্যে তাদের দুর্নীতিপরায়ন বলা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় গিয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা এখনো চলছে। (এর নাম গণতন্ত্র না দলতন্ত্র তা পাঠকরাই বিচার করুন।) কিন্তু এ কারণে বেগম জিয়া বা শেখ হাসিনাকে দুর্নীতিপরায়ন বলা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্র এ নীতি মানতে নারাজ। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলেই এক শ্রেনীর সংবাদপত্র আসামীকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে দেয়। অতীতে শুধু এক শ্রেনীর রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর মধ্যে এটা চালু ছিল। রাজনৈতিক নেতাদের এই হীনপ্রবণতাকে বর্তমানে কোন কোন সাংবাদিক-কলামিস্ট অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক ভাবে অনুসরণ করছেন। এটা সত্যি দুঃখজনক।

আমরা বিলাত প্রবাসী বাঙালিরা পাশ্চাত্যে যে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ করছি সে গণতন্ত্র রাতারাতি বাংলাদেশে চালু হয়ে যাবে তা আশা করা যায় না। তবে সেখানে উত্তরণের জন্যে আমাদের সবাইকে সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করতে হবে। বাংলাদেশ এবং বিলাতের বাঙালি সমাজে সংবাদপত্রের কর্মীরা হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে সচেতন গোষ্ঠী। সংবাদকর্মীদের মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, পরমতসহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার কাজে তাদেরই অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে।

লন্ডন ২৯ জুলাই ২০১০

faridahmedreza@hotmail.com